রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৯, ২০২১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৩২-আইন/২০২১।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) **“আইন”** অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) **“আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড তেল বা পিএইচও (Partially Hydrogenated Oil or PHO)”** অর্থ এইরূপ তেল বা চর্বি যাহাতে হাইড্রোজেন যুক্ত করা হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হয় নাই এবং যাহাতে আয়োডিনের মান ৪.০ এর অধিক;

(গ) **“কর্তৃপক্ষ”** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(ঘ) **“খাদ্য”** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য;

(ঙ) **“খাদ্য আমদানিকারক”** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি অন্য কোনো দেশ হইতে যেকোনো ধরনের খাদ্য (প্রক্রিয়াজাত, আংশিক প্রক্রিয়াজাত, অপ্রক্রিয়াজাত, মোড়কাবদ্ধ, মোড়কবিহীন, সরাসরি আহার্য খাদ্য, ইত্যাদি), খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামাল বাংলাদেশে আমদানি করেন;

(চ) **“খাদ্য ব্যবসা”** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য ব্যবসা;

(ছ) **“খাদ্য ব্যবসায়ী”** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৯) এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য ব্যবসায়ী;

(জ) **“ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বা টিএফএ (Trans Fatty Acid or TFA)”** অর্থ এক বা একাধিক ট্রান্স দ্বিবন্ধন রহিয়াছে এইরূপ ১৪, ১৬, ১৮, ২০ অথবা ২২টি কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের আইসোমারসমূহের সমষ্টি (যেমন: C14:1, C16:1, C18:1, C18:2, C18:3, C20:1, C20:2, C22:1, C22:2 ফ্যাটি এসিডের ট্রান্স আইসোমার) কিন্তু পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডের ক্ষেত্রে মিথাইলিনযুক্ত কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিড;

(ঝ) **“প্রক্রিয়াজাত খাদ্য”** অর্থ এইরূপ খাদ্য যাহা যান্ত্রিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের (যেমন- ধৌতকরণ, পরিষ্কারকরণ, পেষণ, কর্তন, খন্ডকরণ, উত্তাপন, পাস্তুরায়ন, রন্ধন, কৌটাজাতকরণ, বরফায়ন, শুষ্কায়ন, নিরুদন, সংমিশ্রণ, মোড়কাবদ্ধকরণ অথবা অনুরূপ এক বা একাধিক পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রকৃতি বা আদি অবস্থার প্রত্যাশিত পরিবর্তন বা রূপান্তর করা হয়;

(ঞ) **“মোড়কাবদ্ধ খাদ্য”** অর্থ যে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য পূর্ব হইতেই কোনো মোড়কে বা ধারণপাত্রে রক্ষিত অবস্থায় খাদ্য ভোক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট উপস্থাপিত হয়;

(ট) **“রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বা আরপিটিএফএ (Ruminant Produced Trans Fatty Acid or RPTFA)”** অর্থ রুমিন্যান্টদের (জাবর-কাটা পশু, যেমন: গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ইত্যাদি) রুমেনে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়ার বিপাকক্রিয়ায় তৈরিকৃত আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড এবং রুমিন্যান্টজাত সকল চর্বিতে (রুমিন্যান্ট মাংস বা দুগ্ধে) উপস্থিত ফ্যাটি এসিড, যাহার কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বন-কার্বন বন্ধন ট্রান্স আইসোমারে থাকে; এবং

(ঠ) **“সরাসরি আহার্য খাদ্য (Ready-to-Eat Food)”** অর্থ এইরূপ খাদ্য যাহা তাৎক্ষণিক আহারের উপযোগী এবং যাহা গ্রহণের পূর্বে রন্ধন বা জীবাণু বিনাশ বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় হ্রাসকরণ বা অন্য কোনো প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয় না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **প্রযোজ্যতা।**—প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মোড়কাবদ্ধ খাদ্য, মোড়কবিহীন খাদ্য, সরাসরি আহার্য খাদ্য, যেকোনো তেল (চর্বির ইমালসনসহ) এবং চর্বি, খাদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল অথবা মানুষের আহার্যের উদ্দেশ্যে বা আহার্যের উদ্দেশ্যে অনুমিত যেকোনো খাদ্য বা খাদ্যের অংশের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড এবং প্রাণীর চর্বিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে না।

৪। **খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের সর্বোচ্চ মাত্রা।**—(১) রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড ব্যতীত ২ (দুই) শতাংশ (প্রতি ১০০ গ্রাম ফ্যাটে ২ গ্রাম ট্রান্স ফ্যাটি এসিড) এর অধিক ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান এইরূপ তেল (চর্বির ইমালসনসহ) ও চর্বি, যাহা এককভাবে, যেকোনো খাদ্যের অংশ হিসাবে অথবা খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা বিক্রয়, বিতরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন বা আমদানি করা যাইবে না এবং উক্তরূপ তেল (চর্বির ইমালসনসহ) ও চর্বি কোনো খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড ব্যতীত ২ (দুই) শতাংশ (প্রতি ১০০ গ্রাম মোট ফ্যাটে ২ গ্রাম ট্রান্স ফ্যাটি এসিড) এর অধিক ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান এইরূপ প্রক্রিয়াজাত, মোড়কাবদ্ধ, মোড়কবিহীন খাদ্য, সরাসরি আহার্য খাদ্য অথবা অন্য কোনো খাদ্য বিক্রয়, বিতরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন বা আমদানি করা যাইবে না।

(৩) ২ (দুই) শতাংশ (প্রতি ১০০ গ্রাম মোট ফ্যাটে ২ গ্রাম ট্রান্স ফ্যাটি এসিড) এর অধিক রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের উৎস সংক্রান্ত বিশ্লেষণ সনদ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ সনদ ব্যতিরেকে খাদ্যে রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের মাত্রা অতিক্রম করা যাইবে না।

৫। **খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের লেবেলিং।**—মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর প্রবিধি ১৬ এর উপ-প্রবিধি (১) এ উল্লিখিত লেবেলিং এর শর্তসহ খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রাম বা প্রতি ১০০ মিলিলিটার ফ্যাটে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড) লেবেলের উপাদান টেবিলে উল্লেখ করিতে হইবে এবং রুমিন্যান্টজাত ট্রান্স ফ্যাটি এসিড এর পরিমাণ পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(খ) কোনো খাদ্যে আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড তেল (পিএইচও) ব্যবহৃত হইলে উহার তথ্যাদি মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলের উপাদান টেবিলে উল্লেখ করিতে হইবে, পিএইচও এর সংমিশ্রণে তৈরি কোনো খাদ্যোপকরণ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইলে, সেইক্ষেত্রে খাদ্যে পিএইচও এর পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, খাদ্যের লেবেলে "ননহাইড্রোজেনেটেড" অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যাইবে না, হাইড্রোজেনেটেড তেলের ক্ষেত্রে, সুস্পষ্টভাবে "সম্পূর্ণরূপে" বা "আংশিকভাবে" হাইড্রোজেনেটেড উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) খাদ্যের লেবেলিং, বিপণন বা বিজ্ঞাপনে কোনো খাদ্যপণ্য টিএফএ মুক্ত বা স্বল্প টিএফএ যুক্ত এইরূপ দাবি করা যাইবে না।

৬। **খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বিশ্লেষণ।**—খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্লেষণ সনদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিডের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে WHO protocol for Measuring Trans Fatty Acids in Foods, International Organization for Standardization (ISO), Association of Official Analytical Chemist (AOAC), American Oil Chemists' Society (AOCS), International Dairy Federation (IDF) এর মধ্যে যেকোনো একটি হালনাগাদকৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৭। **এই প্রবিধানমালা লঙ্ঘন করিবার দন্ড।**—এই প্রবিধানমালার প্রবিধি ৪ এর উপ-প্রবিধি (১) ও (২) এবং প্রবিধি ৫ এর কোনো বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৬ ও ধারা ৩২ লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইনের ধারা ৫৮ বা ক্ষেত্রমত, ৫৯ এর বিধান অনুযায়ী দন্ড আরোপিত হইবে।

৮। **অন্যান্য আইনের অতিরিক্ততা।**—এই প্রবিধানমালার প্রবিধিসমূহ ট্রান্স ফ্যাটি এসিড সংক্রান্ত বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

মো: আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd